নোবিপ্রবি শিক্ষকের বিরুদ্ধে ২১ অভিযোগ, অপসারণের দাবি শিক্ষার্থীদের

নোবিপ্রবি প্রতিনিধি

১২ আগস্ট, ২০২৪ ০১:০০

শেয়ার

অ +

অ -

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাজমুস সাকিব খানের বিরুদ্ধে মার্ক টেম্পারিং, নারী শিক্ষার্থীকে পোশাক নিয়ে অপমান, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময় হুমকি প্রদানসহ মোট ২১টি অভিযোগ উঠেছে। তাকে দ্রুত চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার দাবি করেছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (১১ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসব দাবিতে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ শেষে বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া বরাবর একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন তারা।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগপত্রটি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আতিকুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, আমার অফিস থেকে একজন সহাকারী অভিযোগপত্রটি গ্রহণ করেছে। আমি সোমবার এসে তা দেখব।

নাজমুস সাকিব খানের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অভিযোগগুলো হলো- ইচ্ছাকৃতভাবে পরীক্ষা আটকে রেখে স্টুডেন্টদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনের ক্ষতি করা, স্নাতোকত্তর পরীক্ষা কালক্ষেপণ করা, যাতে তারা শিক্ষক নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে না পারে, মার্ক টেম্পারিংয়ের অভিযোগ এবং সেমিস্টারে অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে অ্যাটেনডেন্সে ফুল মার্কসহ অযাচিত মার্ক দেওয়া, ক্লাস টেস্ট এবং অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়ন না করেই নাম্বার প্রদান করা, ক্লাস টেস্ট ও অ্যাটেনডেন্সের মার্ক প্রদর্শন না করা, তার সান্নিধ্যে থাকা বিশেষ ছাত্রকে আলাদাভাবে দেখা, ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে স্টুডেন্টকে আলাদা করে ক্লাস রুমে অপমান করা; শিক্ষার্থীদের হেয় করে কথা বলা এবং ফোন কলে হুমকি দেওয়া। যার ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হওয়ার নজির আছে।

এ ছাড়াও ক্লাস না করানো, করালেও কোনো কোর্সে ২টির বেশি ক্লাস না নেওয়া, পরীক্ষার কয়েকদিন আগে গুডলাক নামক ক্লাসের মাধ্যমে ৩ ক্রেডিটের কোর্স এক ক্লাসে সম্পূর্ণ করা, ল্যাব কোর্সে শুধু থিউরি পরীক্ষা নিয়ে নামমাত্র

কোর্স সম্পূর্ণ করা, ল্যাবরেটরিকে নিজস্ব অফিস হিসেবে ব্যবহার করা, ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ, ক্লাসে ১০০% শিক্ষার্থীর উপস্থিতি না থাকলে ক্লাস না নেওয়া এবং ক্লাস টাইম দিয়েও টাইম মতো শুরু না করা বা যথাযথ কারণ ছাড়া ক্লাস ক্যান্সেল করে দেওয়া, ক্লাসে শিক্ষার্থীরা কোনো প্রশ্ন করলে তার বিপরীতে তাকে অপমান করা, সিটিতে অতিরিক্ত পেপার চাওয়ায় অপমান করে শিক্ষার্থীর খাতা ছিড়ে ফেলা, শিক্ষার্থীদের ফিল্ড ট্রিপের ব্যয়িত খরচের যথাযথ হিসাব না দেওয়া, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে হেনস্তা করা, নারী শিক্ষার্থীর পোশাক পরিধান নিয়ে অপমান করে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দেওয়া নিয়ে অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে হুমকি দেওয়া এবং স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ নিয়ে এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান করা এবং বিভাগে স্বৈরাচারী মনোভাব কায়েম করা।

অভিযোগের বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক নাজমুস সাকিব খান সাংবাদিকদের বলেন, হঠাৎ করে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ২১টি অভিযোগ কেন আসল এটা চিন্তার বিষয়। আমি আজকে অনেকদিন যাবৎ শিক্ষকতা করছি। কয়েকটা ব্যাচ ডিগ্রি শেষ করে বের হয়ে গেছে।

অনেক শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে গবেষণা করেছে এবং গবেষণাপত্রও প্রকাশিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ আসেনি এখন কেন এত অভিযোগ? তারা কি পারত না বিভাগের প্রধান, ডিন, প্রক্টর বরাবর অভিযোগ দিতে? আর তারা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়েছে? আমি জানতে পেরেছি তারা কিভাবে পদত্যাগের দাবিতে সমর্থক জোগাড় করেছে। তারা কি এগুলো নিজেরা করতেছে নাকি অন্য কারো প্ররোচনায় এমন করতেছে? মার্ক টেম্পারিংয়ের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে মনে করি। কারণ পরীক্ষার খাতা দুজন শিক্ষক দেখেন। আর পোশাক নিয়ে আমি কটুক্তি করিনি আমি তাদেরকে বুঝিয়েছি।

তিনি আরো বলেন, আমি যেসব কোর্সের ক্লাস নিয়েছি সেসব কোর্সে কি ফল বিপর্যয় হয়েছে? আর শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে আমরা যেন আন্দোলনে না যাই। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থা লিখে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম এটার যুক্তি হচ্ছে আমাদের শিক্ষকদের দাবি যেহেতু মেনে নিয়েছে শিক্ষার্থীদের দাবিও যেন তিনি মেনে নেন। পরীক্ষা এবং রেজাল্ট আটকে রাখা কি শুধু বিভাগের প্রধানের পক্ষে আটকে রাখা সম্ভব? বাকি শিক্ষকরা কেন বিভাগের প্রধানকে ফোর্স করেনি? বিভাগের প্রধানের ওপর কেন অনাস্থা জ্ঞাপন করেনি? এমনকি কয়েকজন শিক্ষক একাডেমিক মিটিংয়েও উপস্থিত থাকতেন না। আর শিক্ষার্থীদের হুমকির যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা মিথ্যে। আমার ফেসবুক আইডি ক্লোন করে কেউ এমনটা করছে।